দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ২১।০৫।২০১৭
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

কোচিংয়ের চাপে আত্মহত্যা!

মুহাম্মদ শরীফ

ডিম আগে না মুরগি আগে। ধাঁধাটি বেশ বিখ্যাত। এর সমাধান খুঁজতে কত পটু যে কত চুল ছিঁড়েছে, তার হিসাব নেই। এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, স্কুল আগে না কোচিং আগে? হয়তো আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের উপরের চুল ছেঁড়ার অবস্থা আবার শুরু হবে। কোচিংয়ে যাওয়ার জন্য মা-বাবার বকুনি, শিক্ষকের ধমকি; হয়তো তার জন্য কোচিংকেই এগিয়ে রাখবে আমাদের শিক্ষার্থী। আজকাল শিক্ষার্থীরা স্কুল থেকে এক সার্টিফিকেট ছাড়া আর কিছুই পায় না। স্কুল ক্লাসে গেলে শিক্ষক বলে কোচিং ক্লাসে শিখিয়ে দেবে। স্কুল ক্লাসে কেবল হাজিরা দাও। কোচিংয়ে গেলে অধিক সুবিধা; পড়ানো হয়, শিখানো হয়। পরীক্ষার জন্য নোট দেওয়া হয়, দেওয়া হয় পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্রও! আর না গেলে; খাতায় কম মার্ক, ক্লাসে শিক্ষকের অবহেলা। ইচ্ছাকৃতভাবে করিয়ে দেওয়া হয় ফেল। সেলুকাস, কি বিচিত্র এদেশের শিক্ষক আর শিক্ষা ব্যবস্থা! আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট বেঁচে থাকলে হয়তো তার সেনাপ্রধানের সঙ্গে এভাবেই বলতেন! এছাড়া কোচিংয়ে না গেলে সহ্য করতে হয় পিতামাতার অলিখিত নির্যাতন। তা কথ্য বা গায়ে; দুই ধারাতেই চলে। আমাদের দেশের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে এই ধারণা বদ্ধমূল যে, কোচিংয়ে না গেলে ভালো রেজাল্ট বা ভালো শিক্ষার্থী হওয়া; কোনোটাই মেলে না। কোচিং মালিকরা ধারাটা সেভাবেই তৈরি করেছে, এবং সফলভাবে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখন খেলাধুলা শেখার জন্যও কোচিং আছে! আচ্ছা, মুস্তাফিজ কোন্ কোচিংয়ের ছাত্র বলতে পারবেন? সাকিব কি ঢাকা না খুলনায় কোচিং করেছিল? নজরুল কোচিং করেছিলেন কোন্ দেশে? আর রবীন্দ্রনাথের বাবার কয়টি কোচিং সেন্টার ছিল? প্রশ্নগুলোর উত্তর অতি উৎসাহী অভিভাবকদের কাছে জানতে ইচ্ছে করে। জানতে ইচ্ছে করে কোচিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও নামধারী শিক্ষকদের কাছে। ইচ্ছে করে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নকারীদের কাছে জানতে। শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যেকটা বিষয় এমনভাবে সাজানো যে, সাধারণ জ্ঞানে কোনো শিক্ষার্থী তা বুঝে উঠতে পারবে না। আর তার জন্য করতে হয় শিক্ষকদের উপর নির্ভর। তখন শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের পাঠিয়ে দেয় তাদের নিজের কোচিংয়ে! একজন শিক্ষার্থী যদি কোনো বিষয়ের শুরুটা নিজে নিজে না করতে পারে, তাহলে পরবর্তীটা জানার আগ্রহ কিভাবে তৈরি হবে তার মাঝে? কিভাবে সে কোনো বিষয়ে গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট হবে? কোচিংয়ের চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার সংবাদ বেরিয়েছে ভারতে। মৃত্যুর আগে ঐ শিক্ষার্থী সুইসাইড নোটে তা লিখে গেছে। ভারতের তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশে গত ৬০ দিনে ৫০ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে কেবল কোচিংয়ের পড়ার চাপে। এটা তো কেবল ভারত নয়, বাংলাদেশেরও চিত্র। হয়তো কোচিংয়ের চাপে আত্মহত্যার মতো সংবাদ আমাদের দেশের মিডিয়াতে এখনো আসেনি। তবে আসলে অভাব হওয়ার কিছুই থাকবে না। কারণ সে পরিবেশটা আমাদের মাঝেও আছে।

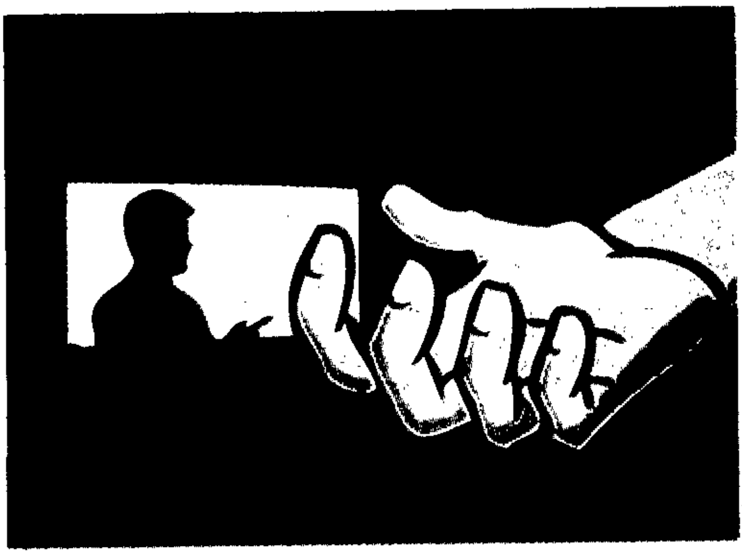

ভারতে চলন্ত বাসে ধর্ষণের পর, বাংলাদেশে সে কুসংস্কৃতি তৈরি হতে সময় নেয়নি। যেহেতু কোচিংয়ের আধিপত্য এদেশে চলছে, তাই শিক্ষার্থীদের আত্মহননের ব্যাপারটা স্বাভাবিক। কোচিংয়ের জন্য আত্মহত্যা না করলেও, কোচিং কিন্তু শিক্ষার্থীদের জানার সত্তাকে ঠিকই প্রতিনিয়ত হত্যা করছে। যার জন্য অমিত সম্ভাবনার তরুণদের থেকেও তৈরি হচ্ছে না প্রকৃতির নজরুল, রবীন্দ্রনাথ। স্কুলে যাওয়ার আগে ও পরে, ঘুমানোর আগে ও ঘুম থেকে উঠে; সময়-অসময়, সবসময়ই শিক্ষার্থীদের ছুটতে হচ্ছে কোচিংয়ের পেছনে। ছুটতে ছুটতে তারা ক্লান্ত; বই আর পড়ার চাপে। এই অতি শেখার চাপ তাদের প্রকৃত শেখা থেকে দূরে রাখছে। একরকম মানসিক রোগীতে পরিণত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা, রেজাল্ট শেষে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার মধ্যদিয়ে এর সমাপ্তি ঘটে। বাংলাদেশে কোচিং বিরোধী আইন থাকলেও, নেই তার বাস্তবায়ন। সরকার শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু শিক্ষকরা কমায়নি তাদের কোচিং বাণিজ্য। যার প্রেক্ষিতে শিক্ষকরা নিজেদের বাসা-বাড়িকে রূপান্তরিত করেছে কোচিং সেন্টার হিসেবে। শিক্ষাকে তৈরি করেছে ব্যবসার পণ্য হিসেবে। জাতির উন্নয়নের জন্য এই ধারাটা বন্ধ হওয়া দরকার। দরকার শিক্ষার মান ও উদ্দেশ্য ফিরিয়ে আনা। এর জন্য কেবল আইন নয়, চাই তার প্রয়োগও।

● **লেখক : শিক্ষার্থী, ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা**